Daffodil Institute of Social Sciences

ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস-ডিআইএসএস
ড্যাফোডিল স্মার্টসিটি, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

শিশু ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা

ড্যাফোডিল ফাউন্ডেশন এর তত্বাবধানে এবং ভারতের উড়িষ্যার "কলিঙ্গা ইন্সস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস-কেআইএসএস" এর টেকনিক্যাল সহায়তায় পরিচালিত হবে ডিআইএসএস। এই প্রতিষ্ঠানে নিরাশ্রয় ও পিতৃমাতৃহীন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা সহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য কাজ করবে। ডিআইএসএস এসব শিশুদের নির্দিষ্ট সময় পরে স্বাবলম্বী করে সমাজ ও পরিবারে পুণরেকত্রীরণ করবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে চরম ঝুকিতে থাকা সুবিধাবঞ্চিত এসব পথশিশুরাই ডিআইএসএস'র সমন্বিত সেবা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ডিআইএসএস -এ শিশু ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা নিম্নরুপ :

শিশুর বয়স: ৫ থেকে ১২ বছর
তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ভর্তি কমিটির বিবেচনায় বয়স শিথিলযোগ্য।

শিশু ভর্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতা:

- যেসকল শিশুর পিতামাতা নেই এবং দায়িত্ব নেয়ার মত কোন আত্মীয় স্বজন নেই। সুযোগ সুবিধার অভাবে যাদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। আশ্রয়ের অভাবে সকল সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত, যেসব হতদরিদ্র শিশু ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস এ ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে।

নিম্নে বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

- পিতামাতার খোজ নেই কিংবা উভয়ে মৃত, আত্মীয়স্বজনের খবর নেই ফলে আশ্রয়হীন
- পিতামাতা উভয়ে পৃথকভাবে বসবাস করায় শিশুটির দায়িত্ব কেউ নিচ্ছে না
- পিতা সম্পূর্ণভাবে অক্ষম, মাতা অন্যত্র চলে গেছেন ফলে শিশুটি চরম ঝুকিতে আছে
- হারিয়ে যাওয়া আশ্রয়বিহীন পথশিশু
- অন্য শিশুহোমের আশ্রয়ে থাকা শিশু সুযোগ সুবিধার অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশ হচ্ছে না তাদেরকেও কর্তৃপক্ষের বিশেষ বিবেচনায় ডিআইএসএস -এ ভর্তি করা যাবে।

শিশু ভর্তির পর প্রথমেই তাকে পর্যবেক্ষনের জন্য পৃথক আবাসনে রাখা হবে এবং স্থাণীয় থানায় জিডি করতে হবে এবং আইনানুগ অভিভাবক পাওয়া গেলে তাদরে র্কতৃক লিখিতি হস্তান্তররে মাধ্যমে আমাদের কাছে হস্তান্তরন করতে পারবে। তবে এই ডকুমন্টেস এ স্বাক্ষী হিসেবে স্থানীয় নেতৃবর্গের স্বাক্ষর নিতে হবে।

শিশুর পারিবারিক অবস্থা বোঝার জন্য তার আইনগত অভিভাবকের ভিডিও সাক্ষাতকার নেয়া হবে। একইভাবে শিশুর সাক্ষাতকার তার আইনী অভিভাবকের উপস্থিতিতে নেয়া হবে এবং তা গুগল ড্রাইভে বা ইউটিউবে সংরক্ষিত থাকবে শিশু সুরক্ষার সকল নিয়ম মেনে। শিশুটির অভিভাবকের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের সকল নিয়ম কানুন জানিয়ে দেয়ার পর তার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হবে এইসব মেনে সে ডিআইএসএস থাকতে আগ্রহী কিনা? তার সম্মতি নিয়ে অভিভাবকের সম্মতি স্বাক্ষর নিয়ে তাকে ডিআইএসএসে নিয়ে আসা হবে।

শিশুটির সকল তথ্য সফটওয়্যার ডাটা বেইজের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হবে। প্রতিবছর এই তথ্য আপডেট করা হবে এবং শিশুর আইনী অভিভাবক এবং শিশুর মতামত ভিডিও ধারণ করে সংরক্ষণ করা হবে।

শিশু আইন ২০১৩ এর আওতায় যাদের মারাত্মক ঝুকিতে থাকা অতিদরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত বিকল্প পরিচর্যার জন্য যে সকল শিশু নির্বাচন করা হবে:

- এতিম ও দরিদ্র শ্রমিক শিশু
- বেদে, হরিজন বা আদিবাসী সুবিধাবঞ্চিত শিশু
- হিজড়া ও বস্তিতে বসবাসকারী সুবিধাবঞ্চিত শিশু
- শিশুশ্রমে এবং ভিক্ষবৃত্তিতে নিয়োজিত শিশু
- অভিভাবকহীন শিশু যারা রাস্তায় বসবাস করে

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় ছেলে ও মেয়েশিশু উভয়েই সম সুযোগ পাবে;

রাস্তায় বসবাস কারী শিশু:

- শিশুটি সার্বক্ষনিক রাস্তায় বসবাস করে কিন্তু পরিবার বা কোন স্বজন নাই
- অভিভাবকহীন শিশু যারা রাস্তায় বসবাস করে
- শিশুটি সার্বক্ষনিক রাস্তায় বসবাস করে কিন্তু আইনত অভিভাবক আছে, সেক্ষেত্রে-

পরিবার ও বাড়ীর ঠিকানা খুজে পেলে সেখানে যোগাযোগ করা এবং রাস্তায় যাওয়ার কারন অনুসন্ধান করে পরিবারের কাছ থেকে লিখিত শিশু হস্তান্তর অঙ্গিকারনামায় সই করে শিশুটিকে নিয়ে আসা যাবে। পরিবার পাওয়া না গেলে থানায় জিডি করা হবে এবং বিজ্ঞপ্তি/শিশুর বর্ণনা মতে সংশ্লিষ্ট থানায় যোগাযোগ করে পরিবার খোঁজা হবে। পরিবার না পাওয়া অবধি শিশুটি পূর্ণ সুযোগ সুবিধা সহ ডিআইএসএস বসবাস করবে।

১.৪ শিশু সংগ্রহের প্রক্রিয়া

- স্বেচ্ছাসেবী/ শিক্ষক/ সমাজ উন্নয়ন কর্মী-রা বিভিন্ন শহরের বস্তি, বাজার, ষ্টেশন কিংবা ল ও বাস টার্মিনাল, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এবং বিভিন্ন সংগঠণের অস্থায়ী শেল্টার হোমে কিংবা ড্রপইন সেন্টারে নিবিড়ভাবে শিশুদের পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ৫-১২ বছর বয়সী নিরাশ্রয় ও পিতৃমাতৃহীন সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে চিহ্নিত করবেন;
- স্বেচ্ছাসেবী/ শিক্ষক/ সমাজ উন্নয়ন কর্মী-রা শিশুদের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করবেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য কোন উৎস বা সহায়তাকারী থাকতে পারে কিন্তু ডিআইএসএসের কর্মী নিজ হাতে সরেজমিনে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করবেন।
- শিশুদের কিছুদিন পর্যবেক্ষণ ও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে অস্থায়ী শেল্টারে নেয়া হবে স্থানীয় থানায় অবহিত করে। কিছুদিন পর্যবেক্ষণের জন্য শিশুর কেস হিস্ট্রি সংগ্রহ করে একটি প্রোফাইল তৈরি করা হবে। যেখানে শিশুটির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংগৃহিত হবে; এসংক্রান্ত শিশুদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হবে;
- শিশুটির দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে তার পরিবার বা নিকটাত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে;
- অস্থায়ী শেল্টারে শিশুটি নিবিড় তত্বাবধানে থাকাকালীন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি বা স্থানীয় থানার সাথে প্রতিমাসে যোগাযোগ করা হবে; ডিআইএসএসের সকল শিশুদের তথ্য প্রতিমাসে আপডেট জানানো হবে।
- অস্থায়ী শেল্টারে শিশুটিকে সার্বক্ষণিক তত্ববধানে রেখে মনোঃসামাজিক কাউন্সেলিং করা হবে এবং মাল্টিগ্রেড শিখণ শিক্ষন প্রক্রিয়ায় আওতায় আনা হবে;
- শিশুটির বিস্তারিত বিবরন সহ ডিআইএসএস -এ স্থায়ীভাবে নেয়ার জন্য আইনগত অভিভাবকের কাছ থেকে লিখিত অঙ্গিকার নিতে হবে। আর আইনগত অভিভাবক না পেলে পার্শ্ববর্তী থানায় একটি জিডি করে জিডি'র কপি সংরক্ষণ করা হবে। শিশুর ডাটাবেইজে উক্ত জিডি নাম্বার তারিখসহ উল্লেখ থাকবে।
- অস্থায়ী পর্যবেক্ষণের সময় শিশুটির নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিকর খাবার, পরিকল্পিতভাবে শিক্ষামূলক বিনোদন এবং নিরাপদ রাত্রি নিবাসের ব্যবস্থা থাকবে।

শিশুটিকে সর্বোচ্চ ১৫-৩০ দিন পর্যন্ত অস্থায়ী শেল্টারে পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হবে।

কোঅর্ডিনেটর, একজন শিক্ষক, একজন সমাজকর্মী, কাউন্সেলর, ডাক্তারের সমন্বয়ে শিশু ভর্তি কমিটি থাকবে। তাদের প্রাথমিক যাচাই বাছাইয়ের পর ডিআইএসএস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর শিশুটিকে চুড়ান্তভাবে ভর্তি করা হবে।

ডিআইএসএস -এ নেওয়ার জন্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপত্র সহ সমাজ কর্মীদের জন্য সংস্থার আইডি কার্ড থাকবে এবং আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের সকল থানা ও সমাজসেবা অধিদপ্তরে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা থাকবে।

শিশুর কোন অভিভাবক পাওয়া না গেলে স্থানীয় থানায় একটি সাধারন ডায়েরী করা বাধ্যতামূলক। শিশুর কোন অভিভাবক পাওয়া না গেলে অবশ্যই নিকটাত্মীয় আইনী অভিভাবকের ছবি, ভোটার আইডি কার্ড সহ শিশুটি হস্তান্তরের জন্য একটি অঙ্গিকারনামা স্বাক্ষীর স্বাক্ষর সহ সংরক্ষণ করতে হবে। অভিভাবকদের জন্য একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

৪.১.৩. ডিআইএসএসে শিশু নেয়ার প্রক্রিয়া

- রাস্তা, বাস টার্মিনাল, রেল স্টেশন, লঞ্চ ঘাট -এ কোন পথশিশু পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী/ শিক্ষক/ সমাজ কর্মী স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সেলর/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-এর সাথে যোগাযোগ করে শিশুটির তথ্য সংগ্রহ করবেন। তিনি উক্ত স্থানীয় প্রতিনিধিদের অনুমতি সাপেক্ষে শিশুটিকে ডিআইএসএসে আনার ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যন্ত গ্রামা লের শিশু আনার ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করা হবে।
- অন্যান্য সংগঠনের অস্থায়ী শেল্টার বা ড্রপ-ইন-সেন্টারে থাকা শিশুদের আগ্রহের ভিত্তিতে তাদেরকে ডিআইএসএসে নেয়া হবে। কিন্তু ঐ সকল শিশুদের যদি কোন বৈধ অভিভাবক থাকে বা কোন বৈধ অভিভাবকের খোঁজ পাওয়া যায়, তাহলে শিশুটিকে ডিআইএসএসে আনার পূর্বে উক্ত বৈধ অভিভাবকের অনুমতি নেয়া হবে।
- অন্যান্য সরকারী -বেসরকারী সংস্থা যারা সুবিধাবঞ্চিত বা পথশিশু নিয়ে কাজ করে এবং স্বল্পকালীণ সময়ের জন্য শিশুদেরকে তাদের শেল্টারে রাখে। সেই সকল সংস্থার সাথে ডিড করে তাদের শেল্টারে রক্ষিত শিশুদেরকে দীর্ঘমেয়াদী পুণর্বাসনের লক্ষ্যে ডিআইএসএসে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে শিশু সংগ্রহ করা হবে। এক্ষেত্রে শিশুটি যার অভিভাবকত্বে বা তত্বাবধানে আছে তার অনুমতি সাপেক্ষে শিশুটিকে ডিআইএসএসে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
- ডিআইএসএসে শিশুদেরকে নেয়া ও রাখার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, বাংলাদেশ সরকারের শিশু নীতিমালা ২০১১ ও শিশু আইন ২০১৩ এবং ডিআইএসএসের শিশু সুরক্ষা নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরন করা হবে।
- শিশু সংগ্রহ ও শিশুকে শিশুহোমে নিয়ে যাওয়া এবং নিবিড় তত্বাবধানে শিশুর উন্নত ভবিষ্যৎ তৈরির লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যার জন্য উচ্চ আদালত কর্তৃক একটি সুয়োমোটো আদেশ থাকতে হবে।

৪.১.৩. ডিআইএসএসে ভর্তি হওয়ার পর করণীয়

- শিশুকে আনার পর শিশুটির নাম রেজিষ্টারে অর্ন্তভূক্ত করে স্থানীয় থানায় সাধারণ ডায়েরী করা হবে;
- প্রতিটি শিশুর জন্য একটি পৃথক ফাইল খোলা হবে তার সকল তথ্য সেখানে সংরক্ষিত হবে;
- শিশুটি আসার পর বড় শিশুরা / স্টুডেন্ট কাউন্সিল তাকে অর্ভ্যথনা জানাবে;
- শিশুটি এক বা একাধিক বন্ধু বেছে নিবে এবং ঐ বন্ধুরা সমাজকর্মী / নৈতিক শিক্ষক অথবা জয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির তত্বাবধানে ডিআইএসএসের নিয়মকানুন জানাবে;
- অত:পর ডিআইইউ মনোসামাজিক কাউন্সিলর খোলামেলা কথা বলবেন এবং ডিআইএসএসে থাকার সুবিধা ও ভবিষ্যৎ ধারণা দিবে;
- মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে শিশুটির নাম বয়স ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যসহ একটি স্বাস্থ্য কার্ড করবে এবং সেটি শিশুর ব্যক্তিগত তথ্যে সন্নিবেশিত হবে;
- শিশুর সংক্রামক ব্যাধি, হাঁপানি, মৃগীরোগ থাকলে শিশুটির প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়ার নির্দেশ থাকবে;
- প্রতিটি শিশুকে লিঙ্গভেদে তালিকানুযায়ী নির্ধারিত স্কুলড্রেস, সাধারন পোষাক ও জুতা, আইডি কার্ড প্রদান করা হবে;
- শিশুটি ডিআইএসএসে যাওয়ার পূর্বেই ঘুমানোর জন্য খাট ও বিছানাপত্রসহ ব্যক্তিগত ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বরাদ্দ করা হবে;
- প্রাথমিকভাবে প্রতিটি শিশু আবাসিক কেয়ারটেকারের তত্বাবধানে রাখা হবে;
- যোগ্যতা যাচাই করে শিশুটিকে বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট শ্রেনিতে ভর্তি করা হবে;
- তালিকানুযায়ী গ্রেডভিত্তিক প্রয়োজনীয় বইপত্র খাতা কলম ও অন্যান্য উপকরণ দেয়া হবে এবং মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক প্রতিটি শিশুর বয়স নির্ধারনপূর্বক স্বেচ্ছাসেবক/ শিক্ষক/ সমাজকর্মীর মাধ্যমে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করা হবে।

৪.১.৪ করোনাকালীণ সতর্কতা:

প্রতিটি শিশু ভর্তির সাথে সাথে করোনা বিষয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হবে। পর্যাপ্ত স্যানিটাইজার, সাবান ও মাস্ক দেয়া হবে। এ বিষয়ে শিশুরা সতর্কতা অবলম্বন করছে কিনা তা নিয়মিত কেয়ারগিভার কর্তৃক পরিবিক্ষণ ও পর্যক্ষেণে রাখা হবে। এই সময়ে বহিরাগতদের শিশুদের সাথে মেলামেশা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

পরিশেষে, উক্ত নীতিমালা কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং সরকারের শিশু নীতিমালা, শিশু আইন এবং শিশু অধিকার সনদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত হব

শিশু হস্তান্তর অঙ্গীকারনামা

আমি... পিতা/স্বামী
....
মাতা...গ্রাম...ডাক ঘর....................উপজেলা .... জেলা......................... এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, আমার ছেলে/মেয়ে/ .... জন্মসূত্রে /আইন সম্মতভাবে আমি তার অভিভাবক। তার জন্ম তারিখ ....বয়স.........এবং সে ইসলাম /হিন্দু/খ্রিস্টান/বৌদ্ধ ধর্মানুসারী। আমার আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুকূলে না থাকার কারণে আমি উক্ত .... ভরণপোষণ ও লালন-পালন করতে সম্পূর্ণভাবে অপারগ। এ কারণে আমি ও আমার পরিবারবর্গের সম্মতিক্রমে স্বেচ্ছায়, স্ব-জ্ঞানে ও সুস্থ-মস্তিস্কে অন্যের বিনা প্ররোচনায় এবং কোন প্রকার ভয়-ভীতির সম্মুখীন না হয়ে অদ্য................................খ্রিঃ তারিখে আমার .... সব দায়-দায়িত্ব ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস-ডিআইএসএস, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা কর্তৃপক্ষের নিকট নি:শর্তভাবে অর্পণ করলাম।

আমি অঙ্গীকার করছি যে, এখন হতে ডিআইএসএস-র সকল বিধিবিধান মেনে চলার শর্তে আমার ....এর লালন-পালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের সব দায়-দায়িত্ব ডিআইএসএস কর্তৃক পালনের ক্ষেত্রে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। আপত্তি করলে অত্র অঙ্গীকারনামা বলে তা আইন আদালতে অগ্রাহ্য হবে।

আমি আরো অঙ্গীকার করছি, আমার .... কৃতকর্মের দ্বারা কোন অপ্রীতিকর কিংবা অবি া ত ঘটনার কারণে অথবা আকষ্মিক কোন দুর্ঘটনার কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে যদি তার জীবনহানী ঘটে তাহলে আমি কিংবা আমার কোন ওয়ারীশ ড্যাফোডিল কর্তৃপক্ষ/কোন কর্মকর্তা বা কোন কর্মীর বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা নিব না বা নিতে পারবে না।

অভিভাবকের স্বাক্ষর :.....................................
নাম :.....................................
ইমেইল **(**যদি থাকে**)** :.....................................
মোবাইল ফোন**: ....**

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর ও ঠিকানা : (স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় গন্যমাণ্য ব্যক্তি)
১।
নাম :...
পিতা/স্বামী :...
গ্রাম :...
ডাকঘর :...
উপজেলা :...
জেলা :...
মোবাইল ফোন: ....

২।
নাম :...
পিতা/স্বামী :...
গ্রাম :...
ডাকঘর :...
উপজেলা :...
জেলা :...
মোবাইল ফোন:...................................

উপরোক্ত অঙ্গীকারনামা আমার সম্মুখে সম্পাদন করা হয়েছে।

স্বাক্ষর :..
নাম :..
পদবী :..

তারিখ :..
মোবাইল ফোন: ....
ইমেইল: :..

ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস-ডিআইএসএস

ভর্তির জন্য প্রাথমিক তথ্য ফরম

শিশুর নাম : ....
বয়স: .... জন্মনিবন্ধন থাকলে সংযুক্ত করুন)
জন্মস্থান : ....
ভাইবোন সংখ্যা: ....
স্থায়ী ঠিকানা: ....
বর্তমান ঠিকানা : ....

শিশুর পিতা মাতার পরিচয়**:**

শিশুর পিতার নাম: .... মৃত / জীবিত
বর্তমানে শিশুটির সাথে যোগাযোগ/সম্পর্ক আছে কিনা: ....
শিশুর মাতার নাম: ....মৃত / জীবিত
বর্তমানে শিশুটির সাথে যোগাযোগ/সম্পর্ক আছে কিনা: ....
শিশুর অন্যান্য আইনী অভিভাবকের নাম: (যদি থাকে)...
অভিভাবকের সাথে সম্পর্ক: ....

শিশুটি নিম্নোক্ত কোন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে **(**টিক চিহ্ন দিন**)**

- দরিদ্র শ্রমিক সন্তান (চা, গার্মেন্টস, যৌন কর্মী)
- বেদে, হরিজন বা আদিবাসী সুবিধাবঞ্চিত শিশু
- হিজড়া ও বস্তিতে বসবাসকারী সুবিধাবি ত শিশু
- শিশুশ্রমে এবং ভিক্ষবৃত্তিতে নিয়োজিত শিশু
- অভিভাবকহীন শিশু যারা রাস্তায় বসবাস করে, ঘুমায়, কাজ করে এবং খেলাধুলা করে;
- অনগ্রসর অতি বিপদাপন্ন পরিবারের অভিভাবকহীনহীন শিশু অযত্নে অবহেলায় বেড়ে উঠছে;

শিশুটি ছেলে নাকি মেয়ে কিংবা অন্যান্য হলে উল্লেখ করুন -----------------------------

শিশুটি প্রাথমিকভাবে মনোনয়নের কারণ**:**

- পিতামাতার খোজ নেই কিংবা উভয়ে মৃত, আত্মীয়স্বজনের খবর নেই ফলে আশ্রয়হীন
- পিতামাতা উভয়ে পৃথকভাবে বসবাস করায় শিশুটির দায়িত্ব কেউ নিচ্ছে না
- পিতার সম্পূর্ণভাবে অক্ষম, মাতা অন্যত্র চলে গেছেন ফলে শিশুটি চরম ঝুকিতে আছে
- হারিয়ে যাওয়া আশ্রয়বিহীন পথশিশু
- অন্য শিশুহোমের আশ্রয়ে থাকা শিশু সুযোগ সুবিধার অভাবে শিশুর বিকশিত হতে পারছে না তাদেরকেও কর্তৃপক্ষের বিশেষ বিবেচনায় ডিআইএসএস -এ ভর্তি করা যাবে।

বিস্তারিত কেস স্টাডি**:**

তথ্য প্রদানকারীর নাম : ....
স্বাক্ষর : ....
ঠিকানা: ....
মোবাইল নং...

পূরণকৃত ফরম পাঠানোর ঠিকানা**:**

ড্যাফোডিল ইন্সিটিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস-ডিআইএসএস
ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটি, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা
মোবাইল নং**: +8801811458870;088 01847140186**

Email: diss@daffodilvarsity.edu.bd; Facebook page: https://www.facebook.com/diss.daffodil
Google site: https://sites.google.com/daffodilvarsity.edu.bd/diss/home
website: https://diss.daffodilvarsity.edu.bd

**পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় ৫- ১২ বছরের শিশু সংগ্রহের জন্য কোন তথ্য আপনার জানা থাকলে দয়া করে আমাদেরকে জানান **